দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 26 AUG 2016 ...
পৃষ্ঠা ৮ ... কলাম ... ৩ ...

শিক্ষা ও রেজাল্ট সমাচার

সাদিকুর সাত্তার আকন্দ

শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড-এ কথাটি নতুন করে বলার দরকার নেই। শিক্ষা মানুষের সুপ্ত মেধাকে বিকশিত করে- এটাও নতুন কথা নয়। শিক্ষাই পারে একটি জাতিকে উন্নতির সর্বোচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত করতে—এ কথাটাও অনেকবার উক্ত, কথিত, পঠিত ও ব্যাপক প্রচলিত রয়েছে শিক্ষিত সমাজে। বিশ্বময় শতাব্দী বা কাল গণনার আরো অনেক আগে থেকেই শিক্ষার তাৎপর্য, গুরুত্ব ও উপকারিতা সম্পর্কে মন্তব্য করে আসছেন জগতের ক্ষণজন্মা জ্ঞানসাধক ও মনীষীরা। একবিংশ শতাব্দীর আজকের এই বিশ্বেও শিক্ষা সম্পর্কে রয়েছে অনেক মন্তব্য ও বক্তব্য। ইতিহাসের পাতা আওড়ালে দেখা যায় বিভিন্ন সময়ে যে সকল মনীষীগণ শিক্ষা সম্পর্কে বক্তব্য দিয়েছেন প্রত্যেকটিই একটি অপরটির সাথে সম্পর্কযুক্ত। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে একটি উক্তি ছিল আরেকটি উক্তির পরিপূরক।

পৃথিবীতে শিক্ষা ও মুক্ত চিন্তার জন্য লড়াই করে যে সকল মহামানব জীবন দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে গ্রিক দার্শনিক সক্রিটিসের নাম খুব বেশি স্মরণীয় ও বিশ্ববাসীর জন্য একটি দৃষ্টান্ত হয়ে রয়েছে। শিক্ষা সম্পর্কে সক্রেটিস বলেছেন, 'শিক্ষা হলো মিথ্যার অপনোদন ও সত্যের বিকাশ।' এরিস্টটল বলেছেন, 'সুস্থ দেহে সুস্থ মন তৈরি করাই হলো শিক্ষা।' বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায়—'শিক্ষা হলো তাই যা আমাদের কেবল তথ্য পরিবেশনই করে না বিশ্ব সত্তার সাথে সামঞ্জস্য রেখে আমাদের জীবন গড়ে তোলে।'

যে তিনজন মনীষীর উক্তি এখানে তুলে ধরলাম, এই তিনটি উক্তির সারাংশ নিজের ভাষায় করতে গেলে দাঁড়ায়-জ্ঞান বা দক্ষতা অর্জনই শিক্ষা। ব্যাপক অর্থে পদ্ধতিগতভাবে জ্ঞানলাভের প্রক্রিয়াকেই শিক্ষা বলে। তবে শিক্ষা হলো সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশ সাধনের অব্যাহত অনুশীলন। আরো একটু বিস্তরভাবে বলতে গেলে শিক্ষাকে একটি মনস্তাত্ত্বিক উন্নয়নের নিয়ামক হিসেবেও অভিহিত করা যায়, যা কোনো ব্যক্তির অন্তর্নিহিত গুণাবলীর পূর্ণ বিকাশের জন্য উৎসাহ দেয় এবং সমাজের একজন উৎপাদনশীল সদস্য হিসেবে প্রতিষ্ঠালাভের জন্য যে সকল দক্ষতা প্রয়োজন সেগুলো অর্জনে সহায়তা করে।

কোনো ব্যক্তি বা কোনো একজন শিক্ষার্থী কিরূপ জ্ঞান অর্জন করল বা তার দক্ষতার গভীরতা কেমন তা যাচাই করার জন্য

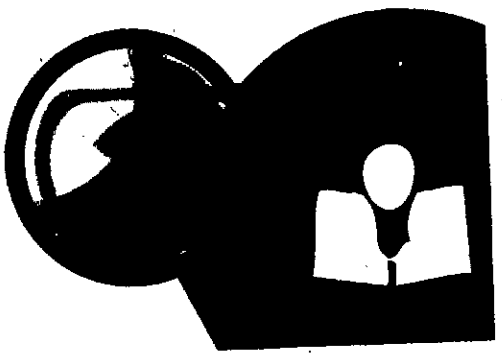

শিক্ষা পদ্ধতিতে যে মাত্রা বা মাপকাঠি ব্যবহার করা হয় তা হলো পরীক্ষা। পরীক্ষা প্রতিযোগিতার মাধ্যমে যে শিক্ষার্থী রেজাল্ট ভালো করে, ধরে নেওয়া হয় তার অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতা দুইই বেশি। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এটাই সঠিক। ভালো রেজাল্ট যে কোনোভাবেই ভালো। ভালো রেজাল্ট করার মাধ্যমে কোনো শিক্ষার্থী যখন প্রত্যেক স্তরের শিক্ষা অর্জন করে এটা জাতির জন্য সর্বাবস্থাই ইতিবাচক। প্রত্যেক শিক্ষার্থীকেই পড়াশোনার পর চাকরি-বাকরি করতে হবে- এমন ধারণা থাকা বা এমনটা প্রত্যাশা করা অনুচিত। একজন শিক্ষার্থী যদি শিক্ষিত হয়ে প্রান্তিক পর্যায়ে গিয়ে কৃষি কাজও করে সেক্ষেত্রেও সে একজন অশিক্ষিত কৃষকের চেয়ে ভালো আবাদ করতে পারবে। এটা কোনো অমূলক গল্প নয়। গ্রাম-গঞ্জে এমন অনেক উদাহরণ ও দৃষ্টান্ত রয়েছে। শিক্ষার্থীরা শিক্ষা অর্জন করবে বা রেজাল্ট করবে শুধু চাকরি করার জন্য নয়, দেশের উন্নয়নে অবদান রাখার জন্য। শিক্ষিত হয়ে ভালো রেজাল্ট করে যে কোনো বৈধ কাজ একজন শিক্ষার্থী করতে পারে। শিক্ষার গুণগতমানকে গুরুত্ব দিতে হবে—এটা অবশ্যই একটা আবশ্যিক চিন্তা। কিন্তু কম মেধাবিদের কর্মমুখী শিক্ষার আওতায় নিয়ে আসতে হবে। দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন আনার জন্য শিক্ষার্থীদের প্রয়োগমুখী উৎপাদনক্ষম বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন দায়িত্ববান ও কর্তব্য পরায়ন জনশক্তি হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।

শিক্ষার সাথে রেজাল্টের সম্পর্ক সব সময় হয়তোবা নেই। কিন্তু জীবনের কিছু সময়ে দুটি জড়িত। সুতরাং আমাদের শিক্ষা অর্জন ও ভালো রেজাল্ট করার উদ্দেশ্য একই ও সমান্তরাল হতে হবে। নতুবা শিক্ষার উদ্দেশ্য বালুর চরে মুখ থুবড়ে পড়বে। শিক্ষার উদ্দেশ্য যদি জ্ঞান অর্জন ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা হয় তাহলে ভালো রেজাল্ট কখনোই কারো জন্য বিড়ম্বনার বিষয় হবে না। কিন্তু যদি রেজাল্টই হয় শিক্ষার উদ্দেশ্য, তখন এটি বিড়ম্বনা বয়ে আনবে ক্ষণে ক্ষণে। জ্ঞানসাধক ও মনীষীগণের উক্তির সারমর্ম থেকে এমনটাই বুঝা যায়।

● লেখক : শিক্ষার্থী, এমবিএ প্রোগ্রাম, ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং বিভাগ, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়